দৈনিক বাংলা

100

তারিখ ২৮/২/৭৯
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়েছে, দেশে। দেরীতে হলেও এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ১৯৮৩ সনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ। পরিষদের প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা হবে পাঁচ বছর মেয়াদী, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন এবং সর্বত্র শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এই সুপারিশ গ্রহণ এবং রূপায়ণের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে—তা প্রত্যাশিত।

প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আমাদের প্রায় সবারই শিক্ষার শুরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন সুপরিকল্পিত ও সুশৃংখল নয়, তেমনি নয় লাগসই ও ব্যাপকভিত্তিক। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে একটা কথাই মনে হয় শিশুদের লেখাপড়া শুরুর জন্য একটা ব্যবস্থা না থাকলেই নয় বলেই যেন প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটির অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। আমাদের শিশু সমাজের একটা বিরাট অংশ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। চাহিদার অনুপাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক কম। বহু স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রী, টুল-টেবিল এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই।

দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভের নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবল বাধ্যতামূলক করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, সকল শিশু যাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং কাউকেই যাতে মাঝপথে স্কুল ছাড়তে না হয় তেমন ব্যবস্থাও থাকা চাই। বই, খাতা-পত্র এমনকি সামান্য পেন্সিলের খরচ যোগাতে পারে না বলেও বহু শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না, ভর্তি হয়েও অনেকে বাধ্য হয় পড়া বাদ দিতে। গরীব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বইপত্র, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে এই সমস্যার সুরাহা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠসূচী আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হতে হবে।

সারা দেশে এবং সকল শিশুর জন্য একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার সন্তানের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক ভিত্তিক হোক, সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক—তাই কাম্য আমাদের।